প্রথম আলো

তারিখ ... 21 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... 20 কলাম ... ৫

পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ২৫০০ ভাষা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

সুন্দর ও সুখী জীবনের মোহে গ্রাম থেকে শহরের দিকে-ছুটছে মানুষ। বিশ্বজুড়ে চলছে এ ধারা। এ ধারায় গা ভাসাতে গিয়ে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নতুন করে ঠিকানা গড়ছে। নতুন ঠিকানায় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে তারা হারিয়ে ফেলছে বহু বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ নিজ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। এ কারণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আড়াই হাজার ভাষা।

লাটভিয়ায় এখন শুধু একজনই জীবিত আছেন, যিনি 'লিভোনিয়ান' ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি মারা গেলে এ ভাষারও মৃত্যু হবে। গত বছর যখন আলাস্কার 'আইয়াক' ভাষাভাষীর শেষ ব্যক্তিটি মারা যান, তখন এ ভাষা চিরতরে হারিয়ে যায় বিশ্ব থেকে।

ইউনেসকোর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মোট ছয় হাজার ভাষা রয়েছে। এর মধ্যে এখন প্রায় দুই হাজার ৫০০ ভাষা আছে, যা বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বা সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্যারিসে বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর এ চিত্র তুলে ধরে ভাষাবিদেরা বসতি বদল করা মানুষের নিজ নিজ ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ভাষাবিদ ক্রিস্টোফার মসলি বিপন্ন ভাষাবিষয়ক এই তথ্যের তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেন। এই তথ্যের সংকলন শিগগিরই ডিজিটাল ও ছাপা সংস্করণে দেখা যাবে। ক্রিস্টোফার মসলি বলেন, 'ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি এখন বিশ্বজুড়ে।'

তথ্য অনুযায়ী, গত তিন প্রজন্মে ২০০ ভাষা চিরতরে হারিয়ে গেছে। আরও ১৯৯টি ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। গড়ে এসব ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ জনের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে এক সময় ১৯২টি ভাষা প্রচলিত ছিল। এখন এর এক-চতুর্থাংশের বেশি ভাষা হারিয়ে গেছে।

আরও ৭১টি ভাষা হারিয়ে যাওয়ার চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেখানে একটি ভাষা হচ্ছে 'গ্রস ভেন্টার'। এ ভাষায় কথা বলতে জানা মাত্র ১০-১২ জন এখন জীবিত আছেন। উত্তর-মধ্য মন্টানায় তাঁরা বাস করছেন এবং সবাই বৃদ্ধ। তাঁরা কেউ-ই এখন এ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন না। এ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারা শেষ ব্যক্তিটি ১৯৮১ সালে মারা যান।

আরেকটি বিপন্ন ভাষা 'মেনামনি'। উত্তর-পূর্ব উইসকনসিনের ভাষা এটি। এ ভাষায় কথা বলতে জানা মাত্র ৩৫ জন এখন জীবিত আছেন। সূত্র: গার্ডিয়ান ও এপি।